সংকটকালে তথ্য প্রচারের
প্রধান উপকরণ

বিস্তারিত দ্বিতীয় পৃষ্ঠায়

যা জানা জরুরি

রোহিঙ্গা সংকটে মানবিক সহায়তার ক্ষেত্রে পাওয়া মতামতের বুলেটিন

ইস্যু ৩৯ × মঙ্গলবার, ১৬ জুন ২০২০

গুজব এবং সত্য

গুজব ও ভুল ধারনা নিয়ে নির্দিষ্ট উপকরণ: http://www.shongjog.org.bd/resources/i/?id=3de1318d-e635-49d1-9ab6-3360fd861307

গুজব চিহ্নিতকরণের অংশ হিসেবে, সাতটি ভিন্ন ভিন্ন সংস্থার কাছ থেকে বিবিসি মিডিয়া অ্যাকশন গুজব এবং উদ্বেগের তথ্য পেয়ে থাকে। সাম্প্রতিক কিছু গুজব থেকে সমাজের মানুষের উদ্বেগগুলোর মধ্যে ক্যাম্পে চলাফেরার ব্যাপারে একটি বিশেষ প্রবণতা দেখতে পাওয়া যায়।

> মানুষের এ নিয়ে উদ্বেগ রয়েছে সরকারিভাবে লকডাউন ঘোষণা করার মানে হলো তারা বন্ধুবান্ধবদের সাথে দেখা করতে পারবে না এবং ত্রাণ ও সহায়তা নিতে পারবে না। একইসাথে, তারা এ নিয়ে উদ্বিগ্ন যে ক্যাম্পের ভেতর অনেক মানুষ ঘোরাঘুরি করছে যার কারণে করোনাভাইরাস আরও বেশি ছড়াতে পারে।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, কোভিড-১৯ এর সংক্রমণ প্রতিরোধ করতে শারীরিক দূরত্ব মেনে চলা, মাস্ক পরা, হাত ও শ্বাসতন্ত্রের স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলা এবং সরকার নির্দেশিত গণ স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলা জরুরি। ক্যাম্পে যেহেতু এখন বেশ কিছু নিশ্চিত আক্রান্তের ঘটনা ঘটেছে, তাই এখন এগুলো আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার পরামর্শ হলো ক্যাম্পের জন সাধারণ এবং আশ্রয়দাতা জনগোষ্ঠীর জনগোষ্ঠীর মধ্যে শারীরিক দূরত্ব বজায় রাখতে হবে এবং সম্ভব হলে ঘরে থাকতে হবে।

সাইট পরিচালনা সেক্টর মানুষকে স্বাস্থ্য পরামর্শ মেনে চলতে উৎসাহিত করছে এবং জরুরি প্রয়োজন ছাড়া চলাফেরায় যতটা সম্ভব বাধা দিচ্ছে। যদিও এখন ক্যাম্পগুলোতে কোনো বাধ্যতামূলক লকডাউন নেই, তবে কোনো কোনো সিআইসি চাইলে বিশেষ করো ব্লকে চলাফেরা নিয়ন্ত্রণের জন্য সাময়িক লকডাউন দিতে পারেন। এ ধরনের ক্ষেত্রে সাইট ম্যানেজারদের পরামর্শ হলো যদি রোহিঙ্গাদের কারও কোনো প্রশ্ন থাকে তাহলে তারা সাথে সাথে সাইট ম্যানেজারদের জানাবেন।

আরআরআরসি মনে করে সাধারণভাবে লকডাউন না থাকলেও সিআইসিগণ প্রয়োজনে নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে বিধিনিষেধ আরোপ করতে পারেন। যেমন – কোনো এলাকায় যদি কারও কোভিড ১৯ হয়েছে বলে সন্দেহ হয় বা নিশ্চিত আক্রান্তের ঘটনা ঘটে। আরআরআরসি দৃঢ়ভাবে মানুষকে যতটা সম্ভব শারীরিক দূরত্ব মেনে চলতে উৎসাহ দিচ্ছে।

> হাত ধোয়া এবং শরীরের তাপমাত্রা পরীক্ষার পর মানুষকেগ্যাসের সিলিন্ডার (এলপিজি) বিতরণ কেন্দ্রে ঢুকতে দেয়া হচ্ছে। তাপমাত্রা মাপার বিষয়টি মানুষের কাছে নতুন এবং তারা মনে করছে যে এটা হয়তো করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হওয়ার পরীক্ষা। এই নিয়ে তাদের উদ্বেগ রয়েছে যে, যদি দেখা যায় তাদের জ্বর আছে তাহলে তাদের অপরিচিত কোনো জায়গায় পাঠিয়ে দেওয়া হবে। মানুষ জানতে চায় যে যদি তাদের গায়ে জ্বর থাকে এবং টেস্টে পজিটিভ আসে তাহলে কি করা হবে এবং তাদের কোথায় পাঠানো হবে।

আছে কি না পরীক্ষা করা আর কোভিড-১৯ এর পরীক্ষা এক জিনিস নয়। অসংখ্য কারণে জ্বর হতে পারে এবং জ্বর হলে ডাক্তারের কাছে যাওয়া ভালো। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বলেছে যে, যদি বিতরণ কেন্দ্রে কোনো ব্যক্তির শরীরে জ্বর আছে পাওয়া যায়, তাহলে কর্মীরা তাকে কি হয়েছে ঠিকভাবে জানার জন্য স্বাস্থ্যকেন্দ্রে যাওয়ার পরামর্শ দেবেন। স্বাস্থ্যকেন্দ্রে গেলে হয়তো পরীক্ষা করা লাগতে পারে, তবে পরীক্ষা করতে হবে কি না তা স্বাস্থ্যকেন্দ্র ঠিক করবে। কোভিড-১৯ টেস্ট করতে বেশি সময় লাগে না এবং এতে শরীরের কোনো ক্ষতি হয় না।

ক্যাম্প ১৫ এর লোকেরা বলেছে যে, তারা করোনাভাইরাস নিয়ে তেমন চিন্তিত নয়, তবে তারা কম খাবার পাচ্ছে এটা নিয়ে তারা উদ্বিগ্ন। বিশেষকরে তারা উল্লেখ করেছেন যে তারা মনে করেন যে তারা পর্যাপ্ত চাল পাচ্ছে না। তারা বলেন যে, তারা মনে করেছিলেন বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি (ডব্লিউএফপি) চালের বদলে আটা বিতরণ করবে।

পুরো জুন ও জুলাই মাস জুড়ে, বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি তাদের সাধারণ খাদ্য সহায়তার অংশ হিসেবে, প্রত্যেক পরিবারের জন্য সুপার সিরিল বিতরণ করবে যাতে কোভিড-১৯ মহামারীর সময়ে সকলের অতিরিক্ত পুষ্টির চাহিদা পূরণ হয়। বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচির নিয়মিত ফুড বাস্কেটের পাশাপাশি সুপার সিরিল প্রদান করা হবে এবং চাল ও অন্যান্য খাদ্যদ্রব্য বিতরণ চলমান থাকবে। সুপার সিরিল একটি বিশেষ ধরনের খাবার যার মধ্যে ভুট্টা, আটা, সয়া, গুড়া দুধ, চিনি, তেল, ভিটামিন ও মিনারেল থাকে; ফলে এ থেকে অতিরিক্ত পুষ্টি ও শক্তি পাওয়া যায় যা প্রত্যেককে সুস্থ্য রাখতে সাহায্য করে।

মৃতদেহ কিভাবে সৎকার করা হবে এবং মৃতদেহকে কোথায় কবর দেয়া হবে তা নিয়ে রোহিঙ্গাদের মধ্যে কারও কারও মধ্যে উদ্বেগ রয়েছে। পরিবারগুলোর উদ্বেগ যে মৃতদেহ সৎকারের জন্য তাদের দাফনকারীদের টাকা দিতে হবে কিন্তু তাদের সে সঙ্গতি নেই।

মানবিক সহায়তাদানকারী সংস্থাগুলো নিরাপদ ও মর্যাদাপূর্ণভাবে মৃতদেহ কবরস্থ করার জন্য কাজ করে যাচ্ছে। যে জিনিসটি মনে রাখা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সেটি হলো মৃতদেহকে ভয় করার কিছু নেই। মৃতদেহ থেকে ভাইরাস ছড়ানোর সম্ভাবনা খুবই কম এবং কেউ যদি কোভীড-১৯ এ আক্রান্ত হয়ে মারা যান তাহলে তাকে ক্যাম্পের কবরস্থানে দাফন করা যাবে। মৃত ব্যক্তিকে দাফন ও কবরস্থ করার জন্য পরিবারকে কোনো খরচ করতে হবে না। সাইট ম্যানেজমেন্ট এবং সিডব্লিউসি ওয়ার্কিং গ্রুপ মূল বার্তা তৈরি করেছে যেখানে নিরাপদ ও মর্যাদাপূর্ণভাবে মৃতদেহ কবরস্থ করা বিষয়ে বিস্তারিত প্রক্রিয়া বর্ণনা করা হয়েছে।

লাউডস্পিকার ও মেগাফোন:
সংকটকালে তথ্য প্রচারের প্রধান উপকরণ

সূত্র: ক্যাম্পের বর্তমান প্রেক্ষাপট এবং অভিজ্ঞতা বোঝার লক্ষ্যে, বিশেষ করে কোভিড-১৯ এবং সাইক্লোন আম্পান বিষয়ক তথ্যের চাহিদা জানার জন্য বিবিসি মিডিয়া অ্যাকশন এবং ট্রান্সলেটর্স উইদাউট বর্ডার্স ফোনের মাধ্যমে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর ৫ জন পুরুষ এবং ৫ জন নারীর পূর্ণ সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেছে। সাক্ষাৎকারগুলো ১৯ শে এবং ২০শে মে, ২০২০ তারিখে গ্রহণ করা হয়।

বাংলাদেশে প্রথম করোনাভাইরাস শনাক্তের পর থেকেই, রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী ক্যাম্পে ভাইরাসের যে প্রভাব পড়তে পারে তা নিয়ে ভীতি প্রকাশ করেছে। এই ভয়ের সাথে গুজব যোগ হয়ে ক্যাম্পে মানুষের মধ্যে এ নিয়ে ভীতি আরও বেড়েছে। এছাড়াও, ইন্টারনেট ব্যবহারের ক্ষেত্রে বিধিনিষেধ এবং ক্যাম্পে মানবিক সহায়তা কর্মীদের নিয়মিত প্রবেশের ক্ষেত্রে বিধি নিষেধ আরোপের কারণে ক্যাম্পের মানুষদের সঠিক ও হালনাগাদ তথ্য প্রাপ্তির সুযোগ কমেছে। এর ফলে মানুষ তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে অন্যদের মুখে শোনা কথার ওপর নির্ভর করছে।

তবে সম্প্রতি সংগৃহীত মতামত থেকে দেখা যাচ্ছে যে, লাউডস্পিকার অথবা "মাইকিংয়ের" মাধ্যমে প্রচারিত তথ্যকে জনগোষ্ঠীর মানুষ বিশ্বাস করছে, এবং এ পদ্ধতিতে তথ্য ক্যাম্পের প্রতিটি মানুষের কাছে পৌঁছানো যায়। হাতে-ধরা মেগাফোন ব্যবহার করে, নির্দিষ্ট জায়গা থেকে স্পিকারের মাধ্যমে অথবা টমটমে স্পিকার নিয়ে মাইকিং করা হয়। যে ১০ জন সাক্ষাৎকার দিয়েছেন তাদের ৯ জনই বলেছেন যে তারা এভাবে জরুরি তথ্য পেয়েছেন। এ ধরনের পরিবেশে যেখানে তথ্যের ঘাটতি রয়েছে সেখানে মাইকিং তথ্যের প্রধান উৎস হিসেবে কাজ করে।

> "ক্যাম্পে ইন্টারনেট বন্ধ করে দেয়ার জন্য, আমরা করোনাভাইরাস সম্পর্কে হালনাগদ তথ্য পাচ্ছি না ক্যাম্পে কর্মরত এনজিওগুলো মাইকিংয়ের মাধ্যমে তথ্য প্রচার করছে এবং রোহিঙ্গা স্বেচ্ছাসেবকেরা মানুষকে করোনভাইরাস সম্পর্কে সচেতন করছেন।"
>
> – পুরুষ, ৩০-৩৩ বছর, রোহিঙ্গা, ক্যাম্প ১ই

> "মাইকিং এবং রেডিও থেকেই কেবল আমরা করোনাভাইরাস সম্পর্কিত তথ্য জানতে পারছি। আমাদের [তথ্যের] আর কোনো উৎস নেই।"
>
> – পুরুষ, ২৩-২৬ বছর, রোহিঙ্গা, ক্যাম্প ১ডব্লিউ

বিগত মাসগুলোতে নিঃসন্দেহে কোভিড-১৯ ক্যাম্পগুলোতে উদ্বেগের প্রধান কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে, তবে ক্যাম্পে আগে যেসব প্রাত্যহিক সমস্যাগুলো ছিলো সেগুলোও রয়েছে। ক্যাম্পে প্রথম কোভিড-১৯ রোগী শনাক্ত হওয়ার এক সপ্তাহের আগেই বাংলাদেশ ও ভারতের পূর্বদিকে ঘূর্ণিঝড় আম্পান আঘাত হানে।

ঘূর্ণিঝড়টি আঘাত করার আগের দিন এবং ঐ দিন সকালে সাক্ষাৎকারগুলো নেওয়া হয়, যখন অল্প কিছু সময়ের জন্য মনোযোগ কোভিড-১৯ থেকে ঘূর্ণিঝড়ের দিকে চলে যায়। প্রত্যেক সাক্ষাৎকারদানকারীই আসন্ন ঘূর্ণিঝড় নিয়ে উদ্বিগ্ন ছিলেন এবং প্রায় সবাইই ঘূর্ণিঝড়টিতে তাদের রক্ষা পাবে কি না বা টিকবে কি না তা নিয়ে তীব্র উদ্বেগ ব্যক্ত করেন।

> "আমি ঘূর্ণিঝড় নিয়ে চিন্তিত কারণ আমাদের ঘরটি তেমন মজবুত নয়, ঘূর্ণিঝড়ে ঘরটি ভেঙে পড়ার ঝুঁকি রয়েছে।"
>
> – নারী, ২৩-২৬ বছর, রোহিঙ্গা, ক্যাম্প ১ডব্লিউ

> "আমি ঘূর্ণিঝড় বিষয়ক কোনো প্রশিক্ষণ পাই নি তবে আমি ক্যাম্প থেকে [লাউডস্পিকারে] এ বিষয়ে একটি ঘোষণা শুনেছিলাম।"
>
> – নারী, রোহিঙ্গা, ১৫-১৯ বছর, ক্যাম্প ১ই

সাক্ষাৎকারদানকারীরা নিশ্চিত করেন যে লাউডস্পিকার এবং মেগাফোন থেকে আসন্ন ঘূর্ণিঝড় ও ঘূর্ণিঝড়ের প্রস্তুতি সম্পর্কে

গুরুত্বপূর্ণ তথ্য প্রচার করা হয়েছিলো। এটা স্পষ্ট যে তথ্য প্রচারের এ পদ্ধতিতে তথ্য মানুষের কাছে পৌঁছায়। যেহেতু রোহিঙ্গা মূলত একটি মৌখিক ভাষা তাই অডিও যোগাযোগের কার্যকারিতা আরও বেশি। তবে, কেবল মানুষের কাছে তথ্য পৌঁছালেই হয় না, তথ্য প্রচারের উদ্দেশ্য পূরণ হওয়াও প্রয়োজন। কোভিড-১৯ এর ক্ষেত্রে, মহামারিটি শুরুর গোড়া থেকেই মানুষ তথ্য পাচ্ছে না এ ধরনের অভিযোগ পাওয়া যায় না। বরং একটি সাধারণ অভিযোগ হলো মানুষ একই তথ্য (প্রয়োজনীয়) বারবার পাচ্ছেন; অথচ কোয়ারেন্টাইন, আইসোলেশন এবং বর্তমান প্রেক্ষাপটে স্বাস্থ্যসেবা প্রক্রিয়া সম্পর্কে নিয়মিত হালনাগাদ যে সব তথ্য তারা পেতে চান তা তারা পাচ্ছেন না। তারা জানতে চান ক্যাম্পে ছড়ানো গুজবগুলো সত্য না মিথ্যা। বর্তমান মহামারীর মতো এ ধরনের সংকটের সময় কার্যকরভাবে ও দ্রুততার সাথে তথ্য প্রচার করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সাম্প্রতিককালে গণতান্ত্রিক কঙ্গো প্রজাতন্ত্রে ইবোলা প্রাদুর্ভাবের সময় টিডব্লিউবি-র গবেষণায় দেখা যায় যে, যদি মানুষের প্রশ্নের উত্তর দেওয়া না হয় তাহলে ব্যাপকভাবে প্রচারিত তথ্যের ওপর মানুষের অনাস্থা বাড়ে এবং গুজব ছড়াতে থাকে। টম-টম এবং মেগাফোনের মাধ্যমে দ্রুত বর্তমান উদ্বেগগুলোর হালনাগাদ উত্তর দেয়া ক্যাম্পগুলোতে তথ্য সংক্রান্ত যে প্রতিবন্ধকতা রয়েছে তা দূর করার একটি উপায় হতে পারে।

বর্তমান প্রেক্ষাপটে এই সাড়াদান কার্যক্রমে ব্যবহৃত গুরুত্বপূর্ণ কিছু বাংলা পরিভাষা এবং রোহিঙ্গা ভাষায় এগুলোর বর্তমান প্রতিশব্দের একটি তালিকা দেওয়া হয়েছে এই সারণিতে। কিছু কিছু পরিভাষা সময়ের সাথে বদলাতে পারে। এই সাড়াদান কার্যক্রমের সাথে সংশ্লিষ্ট আরও পরিভাষা পাওয়া যাবে ট্রান্সলেটর্স উইদাউট বর্ডার্সের (টিডব্লিউবি) শব্দকোষে, অথবা সরাসরি টিডব্লিউ-র কাছে।

চিকিৎসা সংক্রান্ত / কারিগরি শব্দ

এই সাড়াদান কার্যক্রমে ব্যবহৃত বাংলা শব্দ/ শব্দগুচ্ছ	রোহিঙ্গা (ইংরেজি অক্ষরে)	রোহিঙ্গা (বাংলা অক্ষরে)	এই প্রেক্ষাপটে রোহিঙ্গা শব্দটির আক্ষরিক বাংলা অনুবাদ	রোহিঙ্গা সমাজে এই শব্দগুলো যেভাবে ব্যবহৃত হয় সে সংক্রান্ত মন্তব্য এবং অতিরিক্ত বিবরণ
সুরক্ষা সামগ্রী	hefazot taibar samana	হেফাজত থাইবার সামানা	নিরাপদ থাকার জন্য ব্যবহৃত সামগ্রী	ময়লা এবং রোগবালাই থেকে সুরক্ষা ও পরিচ্ছন্নতার সাথে সম্পর্কিত
প্রতিরোধ ব্যবস্থা	biaram rukibar torika	বিআরাম রুকিবার তরিকা	বিভিন্ন রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা	এর মধ্যে রয়েছে হাত ধোয়া, মাস্ক পরা, ঘলবাড়ি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা, জনসমাবেশ এড়িয়ে চলা এবং কেউ অসুস্থ হলে তার কাছ থেকে দূরে থাকা।
পৃষ্ঠতল	Mainshottu dora zade chiz okkol, mesal- doroza, dorazar doroni, toros, siyar-thebil, hendhilla aro	মাইনশত্তু ধরা জাদে সিজ অক্কল, মেসাল- দরজা, দরজার ধরনি, তরস, সিয়ার-টেবিল, হেন্ডিল্লা আরও	যে জিনিসগুলোতে মানুষের হাতের স্পর্শ লাগে যেমন - দরজা, দরজার হাতল, মেঝে, আসবাবপত্র, ইত্যাদি।	রোহিঙ্গা ভাষায় এই শব্দটি বোঝানোর জন্য কোনো নির্দিষ্ট শব্দ নেই, নির্দেশনা বোঝানোর জন্য তাই বিভিন্ন পৃষ্ঠতলের উদাহরণ দেওয়া গুরুত্বপূর্ণ।
স্বাস্থ্যবিধি	aramiyotor niyom	আরামিয়তর নিয়ম	স্বাস্থ্য রক্ষার নিয়মকানুন	এর উদ্দেশ্য অসুস্থ না হওয়া বা সুস্থ থাকা
পুনর্ব্যবহারযোগ্য মাস্ক	dubara estemal gori farede hendhilla maas	দুবারা এস্তেমাল গরি ফারেদে হেন্ডিল্লা মা'স	যে মাস্ক দুইবার ব্যবহার করা যায়	এই মাস্কগুলো ধুয়ে নিলে আবার ব্যবহার করা যায়। কিভাবে ব্যবহার করতে হবে, কিভাবে পরতে হবে ও খুলতে হবে এবং কিভাবে ধুতে হবে সে বিষয়ে নির্দেশনা দেওয়া ফলপ্রসূ হতে পারে।
অক্সিজেন	oksizen	অক্সিজেন	অক্সিজেন	উভয় অক্সিজেনকেই বোঝায় (যে অক্সিজেন আমরা গাছ থেকে গ্রহণ করি এবং যে অক্সিজেন চিকিৎসার জন্য ব্যবহার করা হয়)।
অক্সিজেন ট্যাংক	oksizenor thangki	অক্সিজেনর টাংকি	অক্সিজেনের ট্যাংক	অধিকাংশ মানুষ এই যন্ত্রগুলোর কথা শুনেছে এবং এগুলি কি কাজে ব্যবহৃত হয় সে সম্পর্কে তাদের মোটামুটি ধারণা আছে। কখনো কখনো একে গ্যাসের বোতল বা সিলিন্ডারও বলা হয়।

কবর / জানাজা

এই সাড়াদান কার্যক্রমে ব্যবহৃত বাংলা শব্দ/ শব্দগুচ্ছ	রোহিঙ্গা (ইংরেজি অক্ষরে)	রোহিঙ্গা (বাংলা অক্ষরে)	এই প্রেক্ষাপটে রোহিঙ্গা শব্দটির আক্ষরিক বাংলা অনুবাদ	রোহিঙ্গা সমাজে এই শব্দগুলো যেভাবে ব্যবহৃত হয় সে সংক্রান্ত মন্তব্য এবং অতিরিক্ত বিবরণ
লাশকে দাফনের জন্য প্রস্তুত করা	murudare saf gori gusol-asol gorai toyar gori don	মুরুদারে সাফ গরি গুসল-আসল গরাই তয়ার গরি দন	লাশকে গোসল দিয়ে দাফনের জন্য প্রস্তুত করা	লাশকে পানি দিয়ে গোসল করানো, আতর বা গোলাপজল দেওয়া এবং কাফনের কাপড় পরানো। লাশ যে লিঙ্গের সমলিঙ্গের মানুষ তাকে গোসল দিবেন।
তায়াম্মুম	Toyommum goron	তয়ম্মুম গরন	পানি ছাড়া ওজু করানো	পানি দিয়ে ওজু না করিয়ে পাক-পবিত্র মাটি ব্যবহার করে তায়াম্মুম করানো। সাধারণত পানির কোনো ব্যবস্থা না থাকলে এই পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়ে থাকে।
লাশ স্পর্শ না করা বা চুমু না খাওয়া	murudare doitto nodon ar summa dito nodon	মুরুদারে দইত্ত ন'দন আর সুম্মা দিত ন'দন	লাশকে স্পর্শ করতে বা চুমু খেতে না দেওয়া	কেবলমাত্র লাশকে গোসল করানোর দায়িত্বে যারা থাকবেন তারাই লাশকে স্পর্শ করতে পারবেন।
শোকার্ত পরিবার পরিজন	Ha*da-rada goroiya	হাঁদ-রাদা গরইয়া	যারা কান্নাকাটি করে	মৃতব্যক্তির কাছের আত্মীয়-স্বজনদের বোঝানো হয় (পরিবার, আত্মীয়, ঘনিষ্ঠ বন্ধু০বান্ধব)
লাশ রাখার ব্যাগ	muruda bori rakede bek	মুরুদা ভরি রাকেদে বেক	যে ব্যাগে লাশ রাখা হয়	রোহিঙ্গাদের মধ্যে লাশকে ব্যাগে রাখার নিয়ম নেই। লাশ রাখার ব্যাগ এবং কাফন / কফন এক জিনিস নয়।
কাফন	kofon	কফন	কাফন	লাশকে গোসল করানোর পরে যে কাপড় (সাধারণত সাদা কাপড়) দিয়ে লাশকে মোড়ানো হয়।

শুধুমাত্র লিখিত সংস্করণ: https://glossaries.translatorswb.org/bangladesh_text/ **সম্পূর্ণ অডিও সংস্করণ:** https://glossaries.translatorswb.org/bangladesh/

যা জানা জরুরি-র বুলেটিনেও নিয়মিত পরিভাষাগত বিভিন্ন হালনাগাদ তথ্য প্রকাশ করা হয়।

বিবিসি মিডিয়া অ্যাকশন এবং ট্রান্সলেটর্স উইদাউট বর্ডার্স মিলিত ভাবে রোহিঙ্গা সংকটে ক্ষতিগ্রস্ত জনসাধারণের কাছ থেকে মতামত সংগ্রহ করা এবং সেগুলো সংকলিত করার কাজ করছে। এই সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদনটির উদ্দেশ্য হল বিভিন্ন বিভাগগুলোকে রোহিঙ্গা এবং আশ্রয়দাতা (বাংলাদেশী) সম্প্রদায়ের থেকে পাওয়া বিভিন্ন মতামতের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া, যাতে তারা জনগোষ্ঠীগুলোর চাহিদা এবং পছন্দ-অপছন্দের বিষয়টি বিবেচনা করে ত্রাণের কাজ আরও ভালোভাবে পরিকল্পনা এবং বাস্তবায়ন করতে পারে।

এই কাজটির জন্য অর্থ সরবরাহ করেছে ই.ইউ হিউম্যানিটেরিয়ান এইড এবং ইউকে ডিপার্টমেন্ট ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট।

'যা জানা জরুরি' সম্পর্কে আপনার যেকোনো মন্তব্য, প্রশ্ন অথবা মতামত, info@cxbfeedback.org ঠিকানায় ইমেইল করে জানাতে পারেন।

এখানে প্রকাশিত বক্তব্যকে কোনোভাবেই ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের আনুষ্ঠানিক বক্তব্য হিসেবে, বা যুক্তরাজ্যের সরকারের সরকারি নীতি হিসেবে গণ্য করা উচিৎ নয়।